শকুন্তলা নাটক।

শ্রীযুত বাবু নন্দলাল রায় প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীনৃত্যলাল শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

চিৎপুর রোড ১১৭ নং ভবনে সুধার্ণব যন্ত্রে

শ্রীজহরিলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৩।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

নট	নাটকরাজ।
দুষ্মন্ত	পুরুবংশীয় একজন রাজা।
দুর্ব্বাসা, কণ্ব	মুনিদ্বয়।
শার্ঙ্গরব, সারদ্ব	কণ্বমুনির শিষ্যদ্বয়
মন্ত্রী	অমাত্য।
জেলে	ধীবর।
জমাদার, চৌকিদার	পুলীসের কর্ম্মচারী
মাতলী	ইন্দ্রের সারথি।

স্ত্রীগণ।

নটি	নটের স্ত্রী।
তাপসী	মুনিপত্নী।
অনুসুয়া, প্রিয়ংবদা	শকুন্তলার বয়স্যাদ্বয় অর্থাৎ প্রিয়সখী।
শকুন্তলা	কণ্বমুনির পালিতা কন্যা অর্থাৎ মেনকার কন্যা।
জেলেনী	জেলের কন্যা।

শকুন্তলা নাটক।

(নটের প্রবেশ)।

রাগিণী লোম-ঝিঝিট। তাল আড়াঠেকা।

কোথায় গো মা বাক্‌বাদিনি।
ধবল কমলদল অবিরল বিহারিণী ॥
অকৃতি সন্তানের পানে, চাও মা কৃপা নয়নে,
বাসনা হয়েছে মনে, পূজিব চরণ দুখানি ॥
আপনি আসরে উর, জিহ্বাগ্রে বসতি কর, ভরসা
পদ তোমার, নন্দ বলে সার ঐ বাণী ॥

নট। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া), আহা! আজ কি মনোহর সভা হয়েছে, এই সভায় অশেষ দেশভাষাস্ত গুণগ্রাহী বিদ্যানুরাগী মহোদয়গণ স্বীয় স্বীয় গুণে ভূষিত হইয়া একত্রে সমবেত হইয়াছেন, বোধ করি এই মহোদয়গণ আমার সংগীতাদি শ্রবণ লালসায় অত্যন্ত ব্যগ্র হয়েছেন; ইহাও আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এখন এঁদের চিত্ত রঞ্জন কত্তে পাল্লেই

অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, কই? প্রিয়তমা প্রাণ দয়িতা যে এখন আস্‌চেন না? তা একবার প্রেয়সীকে ডাকি, প্রিয়ে যদি তোমার বেশবিন্যাস হয়ে থাকে, তবে একবার এদিকে শীঘ্র এস দেকিন।

(নটীর প্রবেশ)।

নটী।—

রাগিণী ঝিঁঝিট-খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

কে ডাকিল আমারে এ নিশিতে।
বুঝি আমার প্রাণনাথ কন্দর্প দর্প নাশিতে ॥
ঘুমে অঙ্গ ঢল২, মনরে চঞ্চল চল, যেতে আমায়
হলো হলো, আর না পারি থাকিতে ॥
এতক্ষণ নিদ্রাবেশে, ছিল মন আপন বশে, ভাল-
বাসার পরবশে, চল মন ভাল বাসিতে ॥

নটী। নাথ! এরি মধ্যে এত উতলা কেন?

নট। উতলা তোমারি জন্য, আর এই সভারঞ্জন মহাশয়দের জন্য।

নটী। কেন! সভারঞ্জন মহাশয়দের জন্যেই উতলা কেন, আর এ অধিনীর জন্যেই বা উতলা কেন?

নট। এটা আর বুঝ্‌তে পাল্লে না? প্রিয়ে! সভারঞ্জন মহাশয়দের জন্যে উতলা কেন? ওঁরা তোমার সঙ্গীতাদি শ্রবণ লালিসায় অতীব ব্যগ্র হয়েছেন, আর তোমার জন্যে উতলা কেন, তা কি বল্‌তে হবে?

নটী। (মুখপানে চেয়ে হাস্য করিয়া) নাথ! আমার জন্যে
ত তোমার ঘুম হয় না ?

নট। প্রিয়ে! ঐ তো তোমার দোষ, তোমাকে যে আমি
কি প্রকার ভালবাসি, তা কি জাননা।

নট।—

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

যে ভালবাসি প্রিয়সী তা কি জাননা অন্তরে।
বলে জানাইব কত বলিতে যে বর্ণ হারে ॥
তুমি প্রাণ আমি দেহ, তোমায় ভাবি অহরহ,
না থাকিলে তব সহ, মন প্রাণ উদাস করে ॥
পলকে হই জ্ঞানহারা, তুমি মোর নয়ন তারা,
এস প্রিয়ে এস ত্বরা, শীতল কর শীতল-করে ॥

নট। প্রিয়ে! সে যা হোক্, এখন এই সভ্য মহাশয়দের
মনোরঞ্জন কিসে হয় বল দেখি ? যে প্রকারে হোক্
তোমাকে এঁদের মনোরঞ্জন কত্তেই হবে।

নটী। নাথ! এটি তোমার কেমন কথা হল, যে প্রকারে
হোক্ এঁদের মনোরঞ্জন কত্তেই হবে, নাথ! স্ত্রীলোক
তো আর পুরুষের মত নয়, যে এতে হলো না ওতে,
ওতে হলো না তাতে, স্ত্রীলোকের ধর্ম্মভয় আছে।

নট। প্রিয়ে! সে কথা আর বাড়াবাড়ি কায কি, এখনি
কেঁচো খুড়্‌তে২ শাপ বেরিয়ে পড়্‌বে, এখন এঁদের
মনোরঞ্জন কিসে হয় বল দেখি ?

নটী। নাথ! যত্নের তো ত্রুটি কর্‌ব না, তবে আমার কপাল আর আপনার হাতযশ।

নট। প্রিয়ে! হাত যশের অপরাধ কি বল? একবার চেয়ে দেখ্ দেকিন, (উভয়ের ঈষদহাস্য)।

নটী। নাথ! এক্ষণকার সভ্য মহাশয়েরা অতীব নাটক প্রিয়, অতএব আমার অভিপ্রায়, যে নাটক হয়, সুমিষ্ট রস সংযুক্ত কোন নাটকাভিনয় করা যাক্।

নট। প্রিয়ে! তুমি যথার্থ বুদ্ধিমতী, এরূপ দেশ কালজ্ঞতা হয়ে আমার যে পত্নীরূপে অবতীর্ণা হয়েছ, এ আমার পরম সৌভাগ্য। দেখ দেকিন, আমি এতক্ষণ আকাশ পাতাল ভাব্‌ছিনু, তবে এক্ষণে কোন্ বিষয়ে অভিনয় করা যায় বল দেখি?

নটী। নাথ! আমার ইচ্ছে, শকুন্তলা।

নট। প্রিয়ে! উত্তম বলেছ, তবে সভ্য মহাশয়েদের কি অভিপ্রায় একবার জিজ্ঞাসা করনা?

নটী। (ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া)—

শুনহ সুশীল সব সভ্য সভাজন।
শকুন্তলা যাত্রা ছলে করিব বর্ণন॥
অনুমতি কর যদি যাই সাজিবারে।
কিন্তু পঙ্গু হয়ে ইচ্ছা অদ্রি লংঘিবারে॥

কই, ওঁরাত কিছুই বল্লেন না।

নট। প্রিয়ে! বুঝ্‌তে পাল্লে না? মৌনই সম্মতি লক্ষণং তবে চল আমরা সাজ গোজ করে আসিগে।

নটী। আচ্ছা তবে চল (মুখপানে চেয়ে হাস্য)।

[উভয়ের প্রস্থান

ধুয়া।

শুন শুন সভাজন, সুধা সম প্রকরণ,
শকুন্তলা অদ্ভুত আখ্যান।
পুরুবংশ অবতংস, বোধহয় দেব অংশ,
কংস মত প্রতাপ সমান॥
দুষ্মন্ত মহারাজ, বিখ্যাত ধরণী মাঝ,
একদিন মৃগয়া কারণ।
লয়ে নানা অনীকিণী, প্রবেশেন অরণ্যানী,
বনে বনে করে অন্বেষণ॥
মৃগ এক নিরক্ষীয়া, পুলকে মন মোহিয়া,
শরাসনে যুড়িলেন বাণ।
হেনকালে দুই যতি, কহেন রাজার প্রতি,
বধ না ভূপতি মৃগপ্রাণ॥
শুনি যতির বচন, ত্যজি নৃপ শরাসন,
ঋষিদ্বয়ে করেন প্রণতি।
সু-আশীষ রাজা প্রতি, করিলেন দুই যতি
দুই বাহু করিয়া উন্নতি॥
তবে নৃপ সযতনে, জিজ্ঞাসেন হর্ষ মনে,
মহামুনি কণ্বের বারতা।
সংক্ষেপে সকল বলি, ঋষিদ্বয় গেলা চলি,
ভাবে রাজা যাইবারে তথা॥

শান্তি রসাশ্রিত স্থান, তপোবনে নৃপ যান,
পদব্রজে করিয়া গমন।
পুণ্য স্থান দরশনে, হরষিত অতি মনে,
ফিরি ফিরি করেন দর্শন॥
কামিনী কোমলধ্বনি, শুনিলেন নৃপমণি,
অতঃপর শুন বিবরণ।
দ্বিজ নন্দলাল ভণে, শুনহ সুজনগণে,
যে রূপেতে হয় সম্মিলন॥

(শকুন্তলা অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদার প্রবেশ)।

অনু। প্রিয়সখি! এদিকে এদিকে।

শকু। সখি। দাড়াও অগ্রে আমি এই মাধবীলতায় জল সেচন করি।

অনু। কেন সখি! এদিকে অন্যান্য এত গাছ রৈল, অগ্রে মাধবীলতায় জল সেচন কচ্ছ কেন?

প্রিয়ং। সখি! তা জাননা? ঐ মাধবীলতার যে দিনে কুসুমোদ্যাম হইবে, সেই দিনে আমাদের প্রিয়সখি শকুন্তলার বিবাহ হবে, আমি কণ্বপিতার মুখে এরূপ শুনেছি, তাতেই মাধবীলতার প্রতি প্রিয়সখির এত যত্ন, বুঝেছ?

(রাজার বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দর্শন)।

রাজা। (স্বগতঃ) এই বিরল অটবী মধ্যে স্ত্রীলোকের কোলাহল কোথায়! এ কেমন হল! স্বপন দেখ্‌ছি

নাকি? না, সত্যইত বটে! যা হোক্ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করে দেখ্তে হলো; (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) এই যে, আহা! কি রূপ লাবণ্য! এখানে জন মানবের সমাগম নাই, স্ত্রীলোক কেমন করে আস্বে; বোধ করি দেবকন্যা অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণা হয়ে জনশূন্য অরণ্যে ক্রীড়া করিতেছেন, মানুষী কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না, যা হোক্ আজ আমার কি সৌভাগ্য! যে রত্ন অদ্য নয়ন গোচর করিলাম, আহা! যতবার দেখি ততোবারই অভিনব বোধ হয়, (অনিমিষেয় দর্শন)।

শকু। সখি! কণ্ব তাত কি তোমার একথা বলেছিলেন, যে মাধবীলতার যে দিনে কুসুমোদ্যাম হইবে, সেই দিনে কি আমার বিবাহ হবে? সখি! এটি তোমার নিতান্ত মনগড়া কথা।

প্রিয়ং। প্রিয়সখি! আমার কথায় কি তোমার বিশ্বাস হলনা? তোমায় যদি অলীক কথায় প্রতারণা কর্ব, তবে আমাদের এসংসারে সুখের আস্থা কি? আর বিশেষ এই ধর্ম্মারণ্য, এস্থলে থাকিয়া অধর্ম্মাচরণ করিলে রৌরব নরকে চিরকাল বাস করিতে হয়, প্রিয়সখি! তোমাকে, বল্তেই কি, ছল চাতুরী কেমন, আমাদের হৃদয়ে কখন প্রবেশ করে না।

অনু। প্রিয়সখি! প্রিয়ংবদা যা বল্চে, তা মিথ্যা নয়, কণ্ব তাত মুখে আমিও শুনেছি, যে ঐ মাধবীলতার

কুসুমোদ্যাম হইলেই তোমার উদ্বাহ সম্পন্ন হই-
বেক, তা সখি! এতে আর অন্যভাব কি আছে,
বল? এ তো পরম আহ্লাদের বিষয়. এক্ষণে তোমার
শুভ পাণিগ্রহণ হইলে আমাদের মনের সকল বাসনা
পূর্ণ হয়।

রাগিণী কালাংড়া। তাল আড়্খেমটা।

এখন এই বাসনা মনে।
শুন ওলো চন্দ্রাননে॥
মনের মতন হবে নাগর, রসের সাগর, যেন চকো-
রিণী চাঁদ সদনে॥
এমন সুদিন কবে হবে, রসের কথা সদা কবে,
মনের মতন মন যোগাব নিশি দিবে, যুড়াব হেরে
নয়নে॥

শকু। সখি! সে যা হোক্, এই দুরবৃত্ত মধুকর আমায় বার-
ম্বার বিরক্ত কচ্ছে, উহাকে নিবারণ কর, পুনরায় যেন
আমার কাছে না আসে।

অনু। প্রিয়সখি! ও মধুকরের কিছুই দোষ নাই, কমল
ভ্রমে তোমার মুখকমলে আসব আশায় উড়িতেছে,
আর বিশেষ আমাদের কি এমন ক্ষমাত যে উহাকে
আমরা নিবারণ করি, এই ভারতের অধীশ্বর
রাজা দুষ্মন্তকে স্মরণ কর, তা হলে তিনি অবিলম্বে
আসিয়া উহাকে যথোচিত দণ্ড দিবেন॥

শকু। সখি! তাকে স্মরণ কল্লেই কি তিনি আস্‌বেন?

অনু। হাঁ সখি! সযতনে মনের সহিত স্মরণ কল্লেই তিনি আস্‌বেন।

(সহসা রাজার উপস্থিত)।

রাজা। (স্বগতঃ) বোধ করি এঁরা তাপস কন্যা, তার আর কোন সন্দেহ নাই, সে যা হোক্, আমাকেই ডাক্‌ছে এমন সময় উপস্থিত না হয়ে আর কোন্ সময় উপস্থিত হব? কই, কে দুরাচার তোমাদের উৎপীড়ন কচ্ছে, তপোবনের অনিষ্ঠাচরণ? কৈ কম্‌নে গেল, আমি রাজা থাক্‌তে আমার রাজ্যে উৎপীড়ন?

(সকলে নিস্তব্ধ ও বিস্মিত)।

অনু। (করযোড়ে) মহাশয়! আপনার নাম কি? আর আপনি এখানে কি জন্যই এসেচেন?

রাজা। কেন তোমরা আমাকে এই যে ডাক্‌ছিলে? তোমরা কি আমায় চেন না? আমার নাম দুষ্মন্ত।

(গললগ্নীকৃত বাসে রাজাকে প্রণাম।)

রাজা। (হস্তধারণ করিয়া) এ কি! তোমরা হলে তাপস-কন্যা, আমি কি না এক জন সামান্য নর, উঠ উঠ।

অনু। মহারাজ! আপনি মহারাজাধিরাজ পৃথিবীপতি আপনার সঙ্গে কি আমাদের তুলনা? মহারাজ অমন কথা বল্‌বেন না।

রাজা। সে যাহা হোক্, আমি মহামুনি কণ্বকে দর্শন করিতে এলাম, তা তিনি কোথায়?

অনু। মহারাজ! আমাদের কণ্বতাত কোন দুর্দ্দৈব শান্তি কারণ সোমতীর্থে গমন করেছেন, (শকুন্তলার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) তাঁর ঐ পালিতা কন্যা শকুন্তলার প্রতি অতিথি সৎকারের ভার দিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে আপনি উপবেশনপূর্ব্বক শান্তি দূর করুন, মহারাজ! আপনাকে আমরা চিন্‌তে পারি না, সে জন্য আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন।

রাজা। (স্বগতঃ) শকুন্তলার কি চমৎকার রূপ! শরৎকালের চন্দ্রমারও কলঙ্ক আছে, কিন্তু ইহার মুখচন্দ্র নির্ম্মল শশধরের ন্যায় শোভা পাইতেছে, (সখিদ্বয়ের প্রতি) আচ্ছা, তোমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলার বিবাহ হয়েছে কোথায়?

প্রিয়ং। মহারাজ! ও দুঃখের কথা কেন আর বলেন, সকলি হয়েছে, কিবল প্রিয়সখীর দুই হাতে এক হাত হলেই আমাদের মনবাসনা পূর্ণ হয়।

রাজা। বিবাহ কি কোথায় স্থির টির হয়েছে?

প্রিয়ং। মহারাজ! ওর আর স্থির টির কি? ঘুমেতে চক্ষু জড়িয়ে ধরেছে, বিছানা পেলেই অম্‌নি শুয়ে পড়েন।

রাজা। (ঈষদ হাস্য করিয়া) এ তোমাদের কেমন কথা হলো?

প্রিয়ং। মহারাজ! একথাও বুঝ্‌তে পার্‌লেন না? যেমন দিনমণি উদয় হলেই নলিনী প্রস্ফুটিতা হয়, এও সেই রকম।

রাগিণী সাহানা। তাল জৎ।

শুন শুন সভাজন।
দুষ্মন্ত শকুন্তলার হল সম্মিলন ॥
তপারণ্য জনশূন্য, বিলম্ব কারণ জন্য, উভয়েতেই অবসন্ন, উভয়ের মন ॥
একারণ গন্ধর্ব্ব মতে, বিবাহ হইল তাতে, পরস্পর উভয়েতে, চিত্ত বিনোদন ॥

রাজা। (সখীদ্বয়ের প্রতি) দেখ এই আংটীটী তোমাদেয় প্রিয়সখীর পাণিপল্লবে পরাইয়া দাও, এখানে আর অন্যান্য ভূষণ কোথা পাব।

প্রিয়ং। মহারাজ! তা যেন হলো, গন্ধর্ব্ব বিবাহের প্রধান অঙ্গটাইযে বাকি থাক্‌চে, মাল্য বদলটা হলেই, আমাদের প্রিয়সখী আপনার ধর্ম্ম পত্নী হন, সেটা কেন আর বাকী থাকে?

রাজা। সখি! মাল্য বদলের চেয়েও অধিক হয়েছে, অগ্রে আমরা উভয়ের মনমাল্য বদল করেছি, আর তোমাদের প্রিয়সখী আজ অবধি আমার ধর্ম্ম পত্নী হলেন, সে জন্য কিছু চিন্তা কর্‌বেন না।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

সে জন্য শুনহ সখি ভেবনা ভেবনা মনে।
বিচ্ছেদ হবে না কভু এ দেহে জীবন ধারণে ॥

যে অবধি হেরিয়াছি, মন প্রাণ সঁপিয়াছি, অভি-
লাষ করিয়াছি, বঞ্চিব যে একাসনে ।।
দীনেতে পাইলে রত্ন, কে না কোরে থাকে যত্ন, এতে
কি হয় মন অন্য, সুধা ছেড়ে গরল পানে ।।

প্রিয়ং। মহারাজ! কথানুযায়ী কায হলেই কায ভাল হয়, এখনতো কথায় স্বর্গে তুল্‌ছেন, শেষকালে যেন পাতা-লস্থ না হয়, (সচকিতা হইয়া) মহারাজ! আর একটী বড় কথা মনে পড়েছে, শুনেছি আপনাদিগের অনেক মহিষী থাকে, তা সকলকার প্রতি তো সমান স্নেহ থাকে না? তাই বলি, আমাদের প্রিয় সখীকে যেন কোন কষ্ট পেতে না হয়, তা হলে আমরা অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাব।

রাজা। সখি! সে জন্য কিছু চিন্তা নাই; তোমাদের প্রিয় সখীকে আমার তপ, জপ, মনঃ, প্রাণ সমুদয় সমর্পণ করেছি, উনিই আমার সর্ব্বস্ব হয়েছেন।

শকু। সখি! হয়েছে, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ, যেকালে প্রথমেই এত ভক্তি, শেষ রৈলে হয়!

রাগিণী কালাংড়া। তাল কাওয়ালী।

সন্দেহ হতেছে সখি তাই ভাবি মনে।
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ জগতে বাখানে ।।
অতি শব্দ ভাল নয়, শুন তার পরিচয়, অতি দর্পে

হত হলো লঙ্কার রাবণ ; অতি দর্পে বলির হলো পাতালে গমন। অতি লোভে তাঁতি নষ্ট ব্যক্ত ত্রিভুবনে ॥

প্রিয়ং। মহারাজ ! প্রথমে যে কালে এত বাড়াবাড়ি, কিন্তু শেষ থাক্‌লে হয় !

রাজা। তোমরা নাকি স্ত্রীলোক, তাতেই তোমাদের মনে এত সন্দেহ হচ্চে, যাঁকে দর্শন অবধি মন প্রাণ সমুদয় সমর্পণ করেছি, জীবিত থাক্‌তে কি কখন তাঁকে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌ব ?

রাগিণী কালাংড়া। তাল কাওয়ালী।

যা বল সজনী ধনী শুনে হাসি পায়।
দরিদ্রে পাইলে রত্ন ত্যজ্য করে কে কোথায় ॥
দেখ দেখি অলিকুলে, সদত থাকে কমলে, কমল ছেড়ে অন্য ফুলে, দেখ নাহি যায় ; স্থলজ জলজ পুষ্প আর তো কত রয়। শশী ছেড়ে চকোরিণী, হয় না কভু প্রমোদিনী, চাতক কি ঘন ছেড়ে অন্য জল খায় ॥

প্রিয়ং। মহারাজ ! তা হলেই হলো, যেন আমাদের প্রিয় সখীকে কখন কোন কষ্ট পেতে না হয়, তা হলেই আমাদের পরম সুখ, কিন্তু মহারাজ ! আপনাকে একটী কথা না বলে আর থাক্‌তে পারি না, “স্ত্রীলোকের মন যেমন সরল তেমন পুরুষের নয়”।

রাগিণী কালাংড়া। তাল আড়খেমটা।

জানি জানি নৃপমণি পুরুষকে কে সরল বলে।
রাখে না ভাবেতে ভাব কিঞ্চিৎ অভাব হলে।।
নারীর থাকিলে যৌবন, নারীকে করে যতন, থাকে
না তেমন মন, নারীর সে যৌবন গেলে।।
দেখ দেখ সরোবরে, মনের সুখে হংস চরে, রাখে
হংসে যত্ন করে যায় না ফিরে জল শুকলে।।

রাজা। সখি! যা বল্লে তা সত্য, কিন্তু নলিনীর প্রতি মধুকরই আশক্ত হয়, দেখ রুরু নামে এক জন মুনি ছিলেন, কাল প্রাপ্তে তাঁহার রমণীর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু রুরু মহাশয় আপনার অর্দ্ধেক পরমায়ু দিয়া তাঁহার স্ত্রীকে পুনর্ব্বার জীবিত করেন, তা সখি! পুরুষের শরীরে দয়া আছে, কিন্তু স্ত্রীলোকের মত নয়।।

রাগিণী কালাংড়া। তাল আড়খেমটা।

জানি জানি সখি জানি নারীর যেমন সরল মন।
নারি বারি ভুজনারি সদাই নীচপথে গমন।।
দিবাকর সহকারে, নলিনী প্রকাশ করে, গোপনেতে
মধুকরে, মধু করে বিতরণ।।
নারী অতি অবিশ্বাসী, বিষম অসংসাহসী, ভাবি
মনে দিবা নিশি, কখন নারী হয় কেমন।।

শকু।—

যা বলিলে গুণমণি প্রাণে নাহি সয়।
নারী মন্দ বল কিসে হইয়ে নিদয়॥
পর বশে পরবাসে সদা দেখ থাকে।
স্বামীর মরণে নিজ প্রাণ নাহি রাখে॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হয় পুরুষ সকলে।
নৈলে কেন নারী মন্দ কথায় কথায় বলে॥

রাগণী কালাংড়া। তাল কাওয়ালী।

যা বল হে নৃপমণি শোভা নাহি পায়।
কথা শুনে মনাগুণে দহিতেছে কায়॥
মন্দ যদি হত নারী, কেহ হতো না সংসারী, ভজিত কংশারি পদ পড়িয়ে ধরায়; কটিতটে ধটি পরে যেতো কে কোথায়। বিয়ে করে যত হচ্ছে, যথা মন তথা হচ্ছে, এমন ধারা নারী হলে হতো হে যায় বেজায়॥

প্রিয়ং। প্রিয়সখি! ক্ষান্ত হও, এখন আর ভাব্‌লে কি হবে বল? যে ফাঁদে পড়েছ জীবন থাক্‌তে তো মোচন হবার নয়, বরং এখন এই কর যে, যাতে চিরকাল পরস্পরের প্রণয় এক ভাবে থাকে।

শকু। সখি! আমাকে ও কথা বলা মিছে, বরং যাকে বল্‌তে হয় তাকেই ভাল করে বল।

রাজা। প্রিয়ে! তোমার মনে কি এখন প্রত্যয় হচ্ছে না? যে প্রণয় বিতংসে আমায় বন্ধন করেছ, এ জীবন ধারণে সে কখন কি ছাড়তে পারব? প্রিয়ে! প্রাণের বিচ্ছেদ না হলে তো আর প্রেমের বিচ্ছেদ হবে না।

শকু। মহারাজ! তা যদি হয়, তা হলে আর কিসের ভাবনা?

রাগিণী লোম ঝিঝিট। তাল আড়াঠেকা।

আমার এই আকিঞ্চন।
চিরদিন এইভাবে হইবে বঞ্চন॥
একাসনে দিবানিশি, প্রমোদে বঞ্চিব বসি, সদা
তব মুখ-শশী, কর্‌ব দরশন॥

রাজা। বিধুমুখি! নারীরত্ন কি অযত্নের ধন? তা তোমাকে আমি ভুলে যাব? দেখ, তোমাকে আমি যে কি প্রকার ভালবাসি, যদি অন্তর দেখাবার হতো, তা হলে দেখাতাম, তা সে জন্য চিন্তা কিছু নাই॥

রাগিণী বাঁরওঁা। তাল ঠুংরী।

নারী কি অযতনের ধন।
যে রত্ন হরের হার সদাসর্ব্বক্ষণ॥
যে অবধি হেরিয়াছি, মন প্রাণ সাঁপিয়াছি, নাহি
অন্য আঁচাআঁচি, যদ্দিন থাকিবে জীবন॥

আমি দেহ তুমি প্রাণ, কে আছে তব সমান, দেহ প্রাণে হলে আন, হইবে বিচ্ছেদ ঘটন ॥

রাগিণী সাহানা। তাল জৎ।

হলে মিলন দোহায়।
সিন্দূর মেঘেতে যেন তড়িৎ খেলায় ॥
প্রফুল্ল হেরে কমলে, যেমন ধায় অলিকুলে, কুতূহলে দলে দলে, বিমোদে বেড়ায় ॥
একাসনে প্রিয়া সনে সুখে কাল যায়, স্বরাজ্য গমন আশে চাহেন বিদায় ॥
অতি মধুর ভারতি, সযতনে নরপতি, বলে শকুন্তলা প্রতি, কথা সমুদয় ॥

রাজা। (মুখ অবনত করিয়া) দেখ প্রিয়ে! আমি মৃগয়া উপলক্ষে তপোবনে আসিয়া সৌভাগ্যক্রমে তোমাকে লাভ করেছি, ইহা আমার বিপুল সুকৃতির ফল বল্‌তে হবে, সে যা হোক্ এক্ষণে আমাকে প্রফুল্ল চিত্তে বিদায় দিতে হবে, কারণ অনেক দিন-হলো, রাজধানী হতে এসেছি, আমার জন্য সকলেই উদ্বিগ্ন আছে, আর বিশেষ সিংহাসন শূন্য।

রাগিণী ললিত। তাল আড়াঠেকা।

আসি লো প্রিয়সি তবে আর থাকিব কেমনে।
অনেক দিন হলো হেথা এসেছি লো চন্দ্রাননে ॥

সিংহাসন আছে শূন্য, প্রজাগণ আছে ক্ষুণ্ণ, হয়ে
সবে অবসন্ন, চেয়ে আছে পথ পানে ॥
দেহ যাবে প্রাণ রবে, উভয়ে দুঃখ সম্ভবে, নন্দলাল
বলে তবে, কে নাশিবে অঙ্গহীনে ॥

শকু। (সচকিতা হইয়া) সে কি মহারাজ! এই আপনি বলেছিলেন, যে আমাদের উভয়ের কখন বিচ্ছেদ হবে না। এ আবার কেমন কথা; পুরুষের শরীর কি নিতান্তই উপলে নির্ম্মাণ? শরীরে দয়া মায়ার লেশ নাই? অধর্ম্মের ভয় নাই? মহারাজ! আপনার মনে যদি এতই ছিল, তবে আমাকে প্রণয়ফাঁদে বন্ধন কর্‌লেন কেন?

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী। তাল জৎ।

এত তোমার ছিল মনে স্বপনে না জানি।
অকূল প্রেমতরঙ্গে ভাসায়ে দিবে তরুণী ॥
একে ত চিরদুঃখিনী, তাতে হই অনাথিনী, কৃপা
করে নৃপমণি, বল আবার এ কি শুনি। আকাশের
চাঁদ দিয়ে হাতে, কেন ফেল পাতালেতে, কেমনে
বাঁচিব এতে, অস্থির হতেছে প্রাণী ॥

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) প্রিয়ে! দেখ আমাকে একান্ত বিধির নির্ব্বন্ধানুসারে এমন রমণীয় রত্ন ত্যাগ

করে যেতে হচ্চে, কি করি, যেহেতু রাজ্যভার গ্রহণ করেছি, রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন না করিলে অধর্ম্মে পতিত হইতে হয়, আর বিশেস পরিজন সকলেই উদ্বিগ্ন আছে, এজন্য এক্ষণে আমাকে যেতে অনুমতি দাও, রাজধানী পৌছিয়া তোমাকে অবিলম্বে লয়ে যাব।

শকু। (সজল নয়নে) নাথ! এ অভাগিনীকে তুমি ত্যাগ করে যাবে, আমি স্বপ্নেও জানি নাই, আমি চিরদুঃখিনী বনবাসিনী ঋষিকন্যা, আমাকে যদি অনাথিনী করে আপনার গেলে ভাল হয়, তবে এখনি যান, নাথ! আপনার দোষ কিছুমাত্র নাই, সকলি আমার অদৃষ্টের দোষ।

রাজা। (স্বহস্তে শকুন্তলার নেত্রজল মুছাইয়া) বিধুমুখি! দেখ সকলি দৈবাধীন কর্ম্ম, আমি রাজধানী পৌছিবামাত্র বার্ত্তাবহ পাঠাইয়া দিয়া তোমাকে লয়ে যাব, সে জন্য কোন চিন্তা নাই, এক্ষণে আমাকে সহাস্য বদনে বিদায় দাও।

শকু। মুহুর্ম্মুহু দীর্ঘ শ্বাসে) নাথ! আপনি যদি নিতান্তই এ অধিনীকে ফেলে চল্লেন, তবে দাসীর একটি নিবেদন আছে।

রাগিণী কালাংড়া। তাল আড়াখেম্টা।

নারীর পতি বিনে বাঁচা।

রূপ বিনে যেমন নাচা॥

তরু বিনে লতা যেমন লতিয়ে বেড়ায়,শুকিয়ে যায় না হলে কাঁচা ।।
শিব বিনে যেমন কাশী, চন্দ্র বিনে যেমন নিশি,
পতি বিনে তেম্‌নি নারী উদাসী, পারা বিনে আয়না যেমন হয় এক ঢাঁচা ।।

রাজা। বিধুমুখি! সে জন্য ক্ষণকালও চিন্তা করোনা, তুমি নিশ্চয় মনে জেনো, যে আমি নিতান্ত তোমারি, তবে আমি এক্ষণে আসি!

অনু। মহারাজ! এ দাসীর এক নিবেদন আছে, শুনেছি প্রভঞ্জন সহকারে অনীলের উদ্দীপন হয়ে থাকে, কিন্তু প্রভঞ্জন স্বরূপ হয়ে, আমাদিগের তপোবনের সকল দুঃখ মোচন করেছিলেন, এক্ষণে আপনার অদর্শনে আমরা কি প্রকারে কালাতিপাত কর্‌ব? সে যা হোক্‌ আপনি রাজধানী যাইয়া যেন আমাদের প্রিয়সখীকে ভুলে না যান্‌, আপনাকে অধিক কি আর বল্‌ব।

রাজা। সখি! আমাকে অধিক বলা বাহুল্য,—তবে এক্ষণে আমি আসি,—

[রাজার প্রস্থান।

সকলের অনিমিষে দর্শন।

(বিমর্ষ ভাবে শকুন্তলার উপবেশন)

(দুর্ব্বাসার প্রবেশ)।

দুর্ব্বাসা। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া) তাইতো ! বেলাটাও অনেক হয়েছে, শুনেছি মহামুনি, কণ্ব তাঁহার পালিতা কন্যা শকুন্তলার প্রতি অতিথি সৎকারের ভার দিয়া কোন দুর্দ্দৈব শান্তির কারণ সোম তীর্থে গিয়াছেন, দেখি যদি মধ্যাহ্ন ব্যাপারটা এখানে সার্‌তে পারি, তা হলে ভাল হয়, বৎসে শকুন্তলে কোথায় ? ও শকুন্তলে ! শকুন্তলে ! কি পাপীষ্ঠা ! তুই আমায় অপমান কল্লি ? তুই জানিস্‌নে ? আমি ঋষি শ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা ! আমি কটাক্ষপাত কল্লে ত্রিভুবন ভস্ম হয়ে যায়, এত গর্ব্ব যে কথার উত্তর দিলিনে ? তুই যার চিন্তায় নিমগ্না হয়ে আমায় অপমান কল্লি, তুই তার কখন স্মৃতিপথারূঢ়া হবি না, (ক্রোধভরে গমন)।

প্রিয়ং। (ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া) হায় ! হায় ! আজ কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হলো ! আমাদের প্রিয়সখীর সুখ-তরুর মূলোচ্ছেদ হলো ! তপোবন শূন্য হলো ! সংসারের সকল সুখই অস্তগত হলো ! হবে কি !—ঠাকুর আমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলাকে শাপ দিয়ে গেলেন ?

অনু। (সচকিতা হইয়া) সে কি ! কি দুর্ঘটন উপস্থিত ! সখি ! শীঘ্র চল, ওঁর পায়ে হাতে ধরে যাতে শাপ মোচনের উপায় হয় তা করিগে চল, নতুবা আর

উপায় নাই, আ! বিনি মেঘে বজ্রাঘাত! ঐ যাচ্চেন, চল! চল! চল!

প্রিয়ং। সখি! শীঘ্র চল, (পশ্চাৎ ধাবমানা হইয়া) ও মুনি ঠাকুর! ও মুনি ঠাকুর! ফিরুন, ফিরুন, ঠাকুর আপনার পায়ে পড়ি, আপনাকে অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌তেই হবে, ঠাকুর! অবোধ বালিকা আপনার মহিমা কি জানে?

রাগিণী কালাংড়া। তাল কাওয়ালী।

ঋষিরাজ তোমার মহিমা কেবা জানে।
অবোধ বালিকা সে যে জ্ঞান বিহীনে ॥
তুমি যদি ক্রোধ কর, সৃষ্টি সংহারিতে পার, ক্ষমা কর মুনিবর, ধরি শ্রীচরণে ॥
পতি জন্য দিবা নিশি, শূন্য মনে আছে বসি, সদত মন উদাসী, শুনে না শ্রবণে ॥

অনু। ঠাকুর! এই হৃদি বিদারণ শাপ হইতে আমাদের প্রিয়সখীকে উদ্ধার করুন, আর যদি না করেন, তবে আমাদিগকে একবারে ভস্ম করে যান।

দুর্ব্বাসা। (ক্রোধভরে) দেখ্‌, আর তোদের মিষ্ট কথা কইতে হবে না, অতিথি সৎকার করা দূরে থাকুক আমার কথার উত্তর দিলে না, এ রাগ আমার কিছুতেই যাবে না, যা যা যা ছুঁড়ীরে! আমাকে আর ত্যক্ত করিস্‌নে।

প্রিয়ং। ঠাকুর তা বল্লে কি আমারা শুনি? আপনার এই পায়ে ধরে রৈনু, হয় শাপ মোচন করুণ, নয় আমাদের সকলকে মেরে রেখে যান।

দুর্ব্বাসা। দেখ! আমি যা বলেছি, তা তো কখন অনথ্যা হবার নয়, তবে আমি এই পর্য্যন্ত কর্ত্তে পারি যদি শকুন্তলা তাহার স্বামী প্রদত্ত কোন অভিজ্ঞান দেখাইতে পারে, তাহলে রাজা তাকে চিন্তে পার্‌বে নচেৎ আর অন্য উপায় নাই।

[দুর্ব্বাসার প্রস্থান।

প্রিয়ং। আ! তবু এক রকম রক্ষে হল, আমাদের প্রিয় সখির পাণি-পল্লবে যে রাজ প্রদত্ত আংটী আছে, সেই তার শাঁপ মোচনের উপায় হবে এখন।

অনু। সখি! ঠিক বলেছ, কিন্তু সখি, দেখো যেন এ সব কথা সে শুন্তে না পায়।

প্রিয়ং। সখি তুমি ক্ষেপেছ, একথা কি তাকে বল্‌তে আছে?

রাগিণী যোগিয়া। তাল জৎ।

এ কথা কি সই তাকে বলিতে আছে।
শ্রবণে শ্রবণে সে কি প্রাণেতে বাঁচে॥
একেত পতি বিরহে, সদত বিমর্শ রহে, শূন্য মনে অবসন্ন কায়। নাহি জ্ঞান আছে বাহ্য, কে দিবে অনলে আজ্য, শ্রবণে তখনি যাবে শমন কাছে॥

(কণ্ব মুনির প্রবেশ)

কণ্ব। কোথা! বৎস শকুন্তলে কোথায়?

পয়ার।

অতঃপর সভাজন করহ শ্রবণ।
পতি জন্য শকুন্তলা ভাবে অনুক্ষণ॥
অনশনে কার সনে কথা নাহি কয়।
নির্জ্জন স্থানেতে বসি দিবা নিশি রয়॥
হেথা শুন সমাচার কণ্ব মুনিবর।
তপস্যা করিয়া আসে কিছু দিনান্তর।
পর্ণের কুটীরে আসি হল উপনীত।
কন্যারে জিজ্ঞাসা করে কুশল বিহীত॥
পরিণয় সুসংবাদে আনন্দ অপার।
সুআশীষ কন্যা প্রতি করে বারম্বার॥
শকুন্তলা গর্ব্ভ চিহ্ন করিয়া দর্শন।
পাঠাতে পতির পাসে করেন মনন॥
শার্ঙ্গরব সারদ্বত ডাকি শিষ্যগণ।
শকুন্তলা সঙ্গে যেতে কন বিবরণ॥

কণ্ব। কোথা হে শিষ্যগণ! দেখো, আমি কয়েক দিন বৎসে শকুন্তলাকে তাহার পতি গৃহে পাঠাইবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি; অতএব তোমরা দুই জন শিষ্য বৎসে শকুন্তলার সমভিব্যহারে যাইয়া রাজার করে শকুন্তলাকে সমার্পণ করে এস্।

শাঙ্গ। যে আজে প্রভু! শকুন্তলে তবে তুমি অনতি বিলম্বে প্রস্তুত হও।

শকু। সখি! পিতা আমাকে অদ্য পতিগৃহে পাঠাইবার মানস করেছেন, অতএব তোমারা আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন দিয়ে এ জন্মের মত বিদায় দাও, (সজলনয়নে) তোমাদের ছেড়ে কেমন করে থাক্‌ব? দেখ, জন্মাবধি আমরা তিনজনে বিবিধ কৌতুকে পরম রমণীয় বাল্যকাল অতিবাহিত করেছি, এ স্নেহ কেমনকরে পরিহার কর্‌ব?

প্রিয়ং। (সজল নয়নে) প্রিয়সখি! তোমার আজ এ কথা শুনিয়া আমরা নিতান্ত হর্ষ বিষাদে পতিত হইলাম, দুঃখ এই যে, জন্মাবধি তিন জনে প্রাণ দায়িনীর ন্যায় একত্রে কালাতিবাহিত করে, পরে পরস্পরে বিস সদৃশ বিরহ দুঃখ সহ্য করা অতীব কঠিনতর। আর আনন্দ এই যে, তুমি আমাদের প্রিয়সখি, আজ তুমি পতি সদনে যাবে, এর চেয়ে আমাদের আনন্দ কি আছে, কিন্তু প্রিয়সখি! যেন পতিগৃহে গিয়ে স্বামীসুখে সুখী হয়ে আমাদের ভুলে যেওনা।

শকু। সখি! এ দেহে জীবন ধারণে কি তোমাদের কখন ভুল্‌তে পার্‌ব সে কথা কি আর তোমাদের বল্‌তে হবে? আমি মধ্যে মধ্যে আসিয়া এই পরম রমণীয় ধর্ম্মারণ্য ও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাব।

প্রিয়ং। প্রিয়সখি! তুমি গেলে আমরা কেমন করে এই নির্জ্জন তপোবনে থাক্‌ব? তোমা বিনে এই তপোবন

অন্ধকারময় হবে, আমাদের আজ পর্য্যন্ত সকল সুখের মূলোচ্ছেদ হইল।

শকু। সখি! আমারও তোমাদের ত্যাগ করে যেতে ইচ্ছে কচ্ছেনা, তবে কি করি, পিতা পতি গৃহে পাঠাচ্ছেন না গেলে ভাল হয় না, আর দেখ আমাদের রমণী-কুলের নিয়মই এই যে বাল্যকালে পিতৃ গৃহে থাকিয়া প্রতিপালিত হয়, পরে যৌবন-প্রারম্ভেরই পতি গৃহে যাইয়া কালাতিবাহিত করে, তবে এক্ষণে আমাকে প্রফুল্ল মনে বিদায় দাও।

প্রি য়ং—

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল মধ্যমান।

কেমনে বিদায় দি বল।

এ যে হৃদি বিদারণ দুখেতে আমার হইল।
বাল্যাবধি একাসনে, ছিলাম শয়ন বসনে, তব
বিচ্ছেদ হুতাসনে, জীবন হবে বিফল॥
ছিলে মোদের নয়ন তারা, তোমা বিনে হেরিব তারা,
নন্দলাল কহিছে ত্বরা, সমান না যায় চিরকাল॥

শকু। সখি! তোমাদের কাছে বল্‌তেই কি? কএক দিন হলো আমার হৃদয়বল্লভকে দেখিবার জন্য মন প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুলিত হয়েছে, তা সখি তোমরা এক্ষণে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি স্বামীসুখে সুখী হয়ে এ বিষম বিরহ যন্ত্রণা হতে পরিত্রাণ পাই।

অনু। প্রিয়সখি! মহারাজ তোমায় যে অঙ্গুরিটী দিয়াছিলেন, সেটি কোথায়?

শকু। (সবিস্ময়ে) কেন সখি! এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার কারণ কি?

অনু। বলি আর কিছু নয়, স্বামী-দত্ত ধনে যত্ন করাই উচিত।

কণ্ব। বৎসে শকুন্তলে! বেলা হয় আর বিলম্ব করোনা।

শকু। (সজলনয়নে) পিত! প্রণাম করি।

কণ্ব। এসো এসো বাছা এসো, (সুস্নেহনয়নে) বৎসে তুমি পতি ভবনে গিয়ে রাজার প্রধান মহিষী হয়ে পরম সুখ সম্ভোগে কাল যাপন কর, আর অচিরাৎ ভুবন-বিজয়ী সর্ব্ব লক্ষণাক্রান্ত সুসন্তান প্রসব কর, এই আশীর্ব্বাদ করি।

শকু। পিতঃ! আবার আমি কত দিনে এই তপোবনে আস্‌ব? আমার এ তপোবন ত্যাগ করে যেতে প্রাণ কেমন কচ্চে।

কণ্ব। (ঈষদ সহাস্যে) সে কি বাছা? স্বল্প দিনের মধ্যেই আমি রাজ সন্নিধানে গিয়ে তোমাকে আবার এখানে আন্‌ব, সে জন্য চিন্তা করোনা।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

সে জন্য বাছা রে আর ভেবনা ভেবনা মনে।
কিছু দিনান্তর পরে আনিব এই তপোবনে॥
এখন এই বাসনা মনে, গিয়ে সে রাজ সদনে, নানা
সুখ আলাপনে, থাক সে রাজভবনে॥

এবা কার সেবা কার, সকলি বাঞ্ছা তোমার,
রাজার্রি সব অধিকার, অধিক কি কব এক্ষণে ॥

শকু। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) হে তপোবন! এক্ষণে প্রফুল্লচিত্তে এ অধিনীকে বিদায় দিন, আবার কত দিনে আসিয়া তোমার এরূপ অলৌকিক পরম রমণীয় শোভা দর্শন কর্‌ব? তোমার আশ্রমে থাকিয়া পরম রমণীয় বাল্যকাল অতিবাহিত করেছি ও প্রতিপালিত হয়েছি, আহা! তোমার এ চিত্তরঞ্জন বিপুল স্থলের ও পর্ণাবলীর শোভা দর্শনলাভ কেমন করে পরিহার কর্‌ব? আজ তোমাকে ত্যাগ করে যেতে আমার অন্তরাত্মা কেঁদে উঠ্‌ছে।

রাগিণী সিন্ধু-ভৈরবী। তাল জৎ।

নির্জ্জন কানন শোভা যে হেরেছে নয়নে।
সে কি আর পারে ভুলিতে দেহেতে জীবন ধারণে ॥
বিহঙ্গম তরুবরে, সদা বিচরণ করে, মন্দ মন্দ বায়ুভরে, উড়ে বৈসে ক্ষণে ক্ষণে ॥
পল্বলে পঙ্কজ শোভা, তাহে অলি রাত্র দিবা, সুরাসুর মনোলোভা, পূজে যতি দেবগণে ॥

[সকলের প্রস্থান।

(রাজা, মন্ত্রী ও সভাসদগণ আসীন)।

শকুন্তলা প্রভৃতির প্রবেশ।

সারস্ব। মহারাজের জয় হোক্।

রাজা। আসুন! আসুন! আস্‌তে আজ্ঞা হয়, মুনিগণ! তবে তপোবনের ও মহামুনি কণ্বের সমস্ত কুশল তো?

সারস্ব। হাঁ মহারাজ, আপনকার ভীষণ বলবীর্য্য প্রভাবে সমুদায় কুশল।

রাজা। তবে কি মনে করে বলুন?

সারস্ব। মহারাজ! মহর্ষি কণ্ব পাঠায়েছেন যে, আপনি একদা সংবরান্বেষণে তপোবনে গিয়া তাঁহার পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে গন্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করে এসেছিলেন; সে কারণ শকুন্তলা গর্ভবতী হয়েছেন, এক্ষণে তাঁহাকে লয়ে এসেছি, গ্রহণ করুন।

রাজা। (সবিস্ময়ে) এ কেমন ধারা কথা হলো! কৈ, আমি তাঁর কন্যাকে তো বিবাহ করি নাই! আর যদি আমি তাঁর কন্যাকে বিবাহ কর্ত্তেম, তা হলে কি আর কেউ জান্‌তো না? আচ্ছা, আপনারাও কি জান্‌তে পারিতেন না?

সারস্ব। মহারাজ! আমরা সে কালীন উপস্থিত ছিলাম না, মহর্ষির সঙ্গে সোমতীর্থে গিয়াছিলাম।

রাজা। ভাল, আর কেহই কি জান্‌তে পার্‌তো না? এ অতি আশ্চর্য্য কথা হলো, আচ্ছা, আমি নিজেও কি জান্‌তে পার্‌তাম না?

সারত্ব। (ঈষদ্ হাস্যাননে) মহারাজ! সে অনেক দিন হলো ভাল করে স্মরণ করুন, তা হলেই মনে পড়্‌বে।

রাজা। এ তোমাদের নিতান্ত অন্যায় কথা, ভাল, আমি যদি বিবাহ কর্‌তাম, তা হলে কি আমার মন্ত্রী কি প্রজাবর্গ কেহই জান্‌তো না?

সারত্ব। মহারাজ! এই অবোধ ঋষিবালিকা কি আপনাকে প্রতারণা কচ্চে?

রাগিণী বারঙা। তাল ঠুংরি।

এ তোমার কেমন বিচার।
বিচারপতি হয়ে কেন কর এ ব্যবহার॥
গিয়ে মৃগ অন্বেষণে, ধর্ম্মারণ্য তপোবনে, বিয়ে কর সঙ্গোপনে, মনে পড়ে না হে আর॥
কণ্বসুতা শকুন্তলা, এ তোমায় করিছে ছলা, নির্ব্বোধ অবোধ বালা, নাহি লেশ খলতার॥

রাজা। আপনারা কি আমাকে অধার্ম্মিক ঠাওরাচ্চেন না কি?

সার্ঙ্গ। মহারাজ! তার আর অন্যথা কি? আপনি ব্রহ্মাণ্ডপতি হয়ে যেপ্রকা প্রতারণরা কচ্চেন, আপনি কি প্রকারে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করেন, বলিতে পারি না।

রাজা। দেখুন, আপনাদের এ কথা বার্ত্তা নিতান্ত অন্যায় হচ্চে, আপনারা আমার উপর মিথ্যা দোষারোপ কচ্ছেন।

সারদ্বত। মহারাজ! আমাদের অন্যায় কিছুই হয় নাই, আপনিই অন্যায় কচ্ছেন।

সার্ঙ্গ। ভাই সারদ্বত! আর কেন, ঢের হয়েছে, এক্ষণে একবার শকুন্তলার মুখের ঘোমটাটা খুলে দাও, যদি রাজা দেখ্‌লে চিন্‌তে পারেন, (শকুন্তলার মুখের ঘোমটা খুলিয়া, রাজার প্রতি) দেখুন দেখি মহারাজ! চিন্‌তে পারেন কি না?

রাজা। (স্বগত) আহা! এমন মনোহরা সুন্দরী কামিনী তো কখন দেখি নাই! শশধরের কলঙ্ক আছে, কিন্তু ইহার মুখশশী নির্ম্মল শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতেছে, যা হোক্, কৈ আমি তো একে বিবাহ করি নাই, (প্রকাশে) দেখুন, আমার একে বিবাহ করা অন্তরে থাকুক, কখন চক্ষে দেখি নাই।

সারদ্বত। না মহারাজ! আপনি প্রতারণা কচ্চেন তার আর সন্দেহ নাই, এই শিরীষকুসুমের ন্যায় সরলা ঋষিতনয়া কি আপনাকে প্রতারণা কর্চ্চে? এ কখনই সম্ভব হতে পারে না, এক্ষণে আমার কথা রাখুন, আপনার ধর্ম্মপত্নীকে গ্রহণ করিয়া পরম সুখে সুখসম্ভোগ করুন।

রাজা। দেখুন, আমাদের পুরুবংশীয়েরা এ কর্ম্ম কদাচ কর্ত্তে পার্‌বে না, আর বিশেষ এ উপরোধের কায নয়

পরদার গমন করা অপেক্ষা আর কি পাপ আছে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, চরম কালে পুন্নাম রৌরবে বাস কর্ত্তে হয়, তাকি আপনারা জানেন না।

স্মরস্ব। মহারাজ, আপনার সঙ্গে আমরা আর অধিক বাক বিতণ্ডা কর্ত্তে আসি নাই এক্ষণে আপনার বিবেচনায় যা ভাল হয় তাই করুণ।

রাজা। দেখ আমি বিবাহ কর্‌লে অবশ্য গ্রহণ কর্ত্তাম, অকৃত দারকে কি প্রকারে গ্রহণ করি বলুন।

সারস্ব। ভাই সার্ঙ্গবর, অকারণ বিরোধের আবশ্যক নাই (শকুন্তলার প্রতি) দেখ শকুন্তলে! আমাদের যথা সাধ্য রাজাকে বল্যাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, এক্ষণে তোমার যদি কিছু কর্ত্তব্য থাকে তা হলে বল।

শকু—

রাগিণী খাম্বাজ। তাল। একতালা।

এই ছিল আমার কপালে।
হাতে দিয়ে নিধি, হরে নিল বিধি, কেন প্রতি-
বাদী, আবার হলে ॥
কি দোষে আমায় করিলে বঞ্চিত, হরে নিলে
আমার সাগর সিঞ্চিত, তোমার দয়া নাহিক কিঞ্চিত
লাঞ্ছিত আমায় করিলে ॥

হা নিষ্ঠুর বিধি! তোমার মনে এই ছিল! তুমি এই দুঃখিনীর সর্ব্বনাশ কর্‌বে তা স্বপ্নেও জানি

সাই; (রাজার প্রতি) মহারাজ! আপনি কি সমস্তই ভুলে গেলেন? আপনি তপোবনে বিলম্ব কারণে গন্ধর্ব্ব বিধানে পাণি গ্রহণ করে এলেন, এক্ষণে আপনি এ প্রকার চাতুরি কচ্ছেন কেন? হায়! আপনার সত্য ধর্ম্ম কোথা? হবেনা কেন, নরাধম কৃতঘ্ন পুরুষের রীতি চরিত্রনা জেনে যে অবলা অগ্রে মন প্রাণ সমাপন করে, তাহারই এই দশা ঘটে থাকে, অবলা সরলা কি প্রকারে কুটিল ছলনাতে প্রবেশ হবে? কুরঙ্গিনী যদি সতকতাপুর্ব্বক অটবী মধ্যে বিচরণ করে, তা হলে কাল সম কিরাতের বাগুরাতে কদাচ জালবদ্ধ হতো না; সে যা হোক্ মহা-রাজ! আপনাকে যদি আমি কোন স্মরণ চিহ্ন দেখাতে পারি, তা হলে আপনি আমাকে গ্রহণ কর্‌বেন কি না?।

রাজা। অবশ্য, এ অতি উত্তম কথা, কই, কি অভিজ্ঞান আছে দেখাও, আমার হলে আমি অবশ্যই চিন্‌তে পার্‌ব।

শকু। (অঙ্গুলান্বেষণে) ঐযা! কি হল! কোথায় পড়ে গেল! কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! (বদনে বসন দিয়া রোদ-নারম্ভ)।

সাঙ্গ। সেকি শকুন্তলে? কোথায় ফেল্যে? বোধ করি শচীতীর্থের ঘাটে স্নান করিবার সময় পড়ে গিয়ে থাক্‌বে, নৈলে আর কি হবে?

রাজা। দেখ, তরুণী জাতি অতীব মনভুলনা, ছল চাতুরিতে পরিপূর্ণা, তা আমি বিশেষরূপে অবগত আছি, কিন্তু আমি তেমন অধম বংশজাত নই, যে তোমার মিষ্ট কথায় মোহিত হয়ে অধর্ম্মে পতিত হব।

শকু। মহারাজ! আপনার কিছুমাত্র দোষ নাই, সকলি আমার অদৃষ্টের দোষ, নতুবা আমি তোমার প্রদত্ত অঙ্গুরী হারাব কেন?।

সারত্ব। মহারাজ! আপনার ভ্রম হয়েছে, আর বোধ করি কোন দুর্দ্দৈব ঘটনাবশতঃ এরূপ ঘটিয়া থাকিবে, শকুন্তলা আপনাকে কথনই চাতুরি কর্‌বে না।

রাগিণী খট্ ভৈরবী। তাল একতালা।

ভূপ এই কি তোমার উচিত বল।

অবলা সরলা, কণ্ব ঋষিবালা, সে কি করিবে ছলা, সম্ভব হয় কি বল ॥

অদৃষ্টের ফলে জনম কাননে, জনম অবধি বাস তপোবনে, সে কি কভু জানে ছল চাতুরি মনে, কেন তুল অমৃতে হলাহল ॥

ধর্ম্ম একজন দেখ আছেন উপরে, ধর্ম্মপত্নী ত্যজ্য কর কেমন করে, নন্দ বলে দোষ নাহি নৃপবরে, শাপের কারণে এরূপ ঘটিল ॥

রাজা। দেখ, ঋষিতনয়ে! পুরুবংশীয়েরা কথন গোপনে কোন কার্য্য করে না, যখন যা করেছি, আ-সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ আছে।

শকু। ওহে বিশ্বাসঘাতক! নরাধম! ভস্মাবৃত অনলের ন্যায় তোমার হৃদয় কে জানতে পারবে? যেমন সলিলে পদার্পণ করিতে হইলে সতর্কতপূর্ব্বক পাদ নিক্ষেপ করিতে হয়, সেইরূপ নিষ্ঠুর পুরুষের প্রতি মন প্রাণ ধন যৌবন সমুদয় সমর্পণ করিতে হইলে অগ্রে তাহার রীতি চরিত্র জানিতে হয়; সে সকল না বুঝতে পেরে মিষ্ট কথায় ভুলে মন প্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেছি, এখন আমার অদৃষ্টে যে এরূপ ঘটবে তার আশ্চর্য্য কি?। কি পাষাণ হৃদয়! যেমন উপল শত বর্ষ বরিষণ হইলে তাহার বিন্দুমাত্রও আর্দ্র হয় না; সেইরূপ উপল সদৃশ পুরুষের হৃদয়ে দয়াদ্রের লেশমাত্র নাই। হা! বিধাতা! তোমার মনে এই ছিল? এই জনম দুঃখিনী বনবাসিনী অনাথিনী ঋষি নন্দিনীর ভাগ্যে কি এই লিখেছিলে? হা ভগবান! আমার সকল দিকই অকূলে ভাসাইয়া দিলে? এই অবনীমণ্ডলে অনাথিনীর আর কে আছে যে আমাকে দয়া করিবে? জন্মাবধি প্রকৃত মাতা পিতা কে তা তো কিছুই জানিলাম নাই। দীনবন্ধু! তুমি যদি এই দীন হীনা আশ্রয় বিহীনা অঙ্গনাকে স্থান দান না দাও, তবে আর কে দিবে? আ! ওরে কৃতঘ্ন প্রাণ! তুই আর কেন আমাকে যাতনা দিস্? (ঊর্দ্ধ দৃষ্টে) দিননাথ! তোমার সমক্ষে অঙ্গী-

কৃত হয়ে পাষণ্ডের এই কায! তুমি কি ইহার কিছুই প্রতিফল দিবে না? মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি বিদায় দাও, আমি তোমার গর্ভান্তরে প্রবেশ করিয়া এ হৃদ-বিদারণ দুঃখের শান্তিলাভ করি। মাতঃ! আমি তোমার গর্ভেই বিলীন হই না কেন? তুমি এ পাপীয়সীকে কেন গর্ভে ধারণ করেছিলে? হা! নিষ্ঠুর বিধাতঃ! অকূল দুঃখের সাগরে ভাস্‌তে-ছিলাম, যদি একটু সানুকূল হয়ে দ্বীপাশ্রয় প্রদান কর্‌লে, তা সে আশালতার মূলোৎপাটন হইল। জগদীশ্বর! আমাকে এক দুঃখ হইতে অন্য দুঃখ-সাগরে পতিত কর। কি তোমার নিতান্ত মানস? ভাল, তোমারি মানস পূর্ণ হোক্।

রাগিণী সিন্ধু-ভৈরবী। তাল জৎ।

কি লিখন লিখেছ বিধি এ দুঃখিনীর কপালে।
রাজরাণী হব, তা না হয়ে পথেতে বসালে॥
জননী মেনকা, প্রসবিয়ে রাখি একা, আর না দিলেন
দেখা, ভীষণ কান্তার বিরলে॥
বল্‌তে নয়ন জলে ভাসে, জন্মাবধি পরবাসে, নন্দ-
লাল কহিছে শেষে, হবে ভাল শেষকালে॥

সারস্ব। ভাই শার্ঙ্গরব! আমাদের প্রতি গুরুদেবের যে প্রকার আজ্ঞা ছিল, তা তো কল্লাম, তবে আমরা এক্ষণে তপোবনে ফিরে যাই চল।

সাঙ্গ´। হাঁ ভাই চল, আর মিছামিছি এখানে কাল বিলম্ব কর্‌লে কি হবে বল, আর বিশেষ এই পাপীষ্ঠ রাজার সভায় আর থাক্‌তে নাই (রাজার প্রতি) মহারাজ! এক্ষণে আমরা চল্লাম, আপনার যা অভিরুচি হয় করুন।

সারন্ব। শকুন্তলে! তুমি এখন এইখানে থাক, রাজা যদি যথার্থই তোমার পাণিগ্রহণ করেছিলেন, তা হলে তুমি রাজার বাটীতে থাকিয়া দাস্যবৃত্তি করিলে তোমার তাতে অপমান নাই, তবে আমরা এক্ষণে চল্লাম, (গমনোদ্যত)।

শকু। ভাই সারন্ব! আমার যে প্রকার দুর্ঘটনা উপস্থিত তা স্বচক্ষে দেখ্‌লে, তাতে যদি তোমরাও এ অধিনীকে পরিত্যাগ করে যাবে, তবে আর আমি কোথা যাব?

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

কোথায় গো মা শৈলসুতা।

ডাকি কি মা সাধে, রাখ মা শ্রীপদে, ফেলিলে বিপদে, যাব কোথা ॥

কি পাপেতে আমায় দিলে মা এ দণ্ড, সকল দিক আমার কর্‌লে লণ্ডভণ্ড, সুস্থির না হতে পারি গো এক দণ্ড, বিষম যন্ত্রণা দিলে প্রাণে ব্যথা ॥

বাঁচিতে বাসনা নাহি শবাসনা, এই কি জনমের রহিল ঘোষণা, নন্দ বলে তবু হন ত্রিনয়না, হেরে না শুনে না শুনিলে কথা ॥

পয়ার।

অতঃপর সভাজন শুন এক মনে।
শকুন্তলা শোকাকুলা সজল নয়নে॥
করেন রাজার প্রতি নানা তিরস্কার।
শাপের কারণে ভূপ কি করিবে তার॥
মহা ধর্ম্মশীল রাজা দুষ্মন্ত নৃপতি।
পর নারী প্রতি কেন হবে তাঁর মতি॥
দুর্ব্বাসার শাপ হেতু এরূপ ঘটনা।
উল্লেখ করেছি পূর্ব্বে জান সর্ব্বজনা॥
শকুন্তলায় ত্যাগ করি মুনি শিষ্যগণ।
তপোবন অভিমুখে করিল গমন॥
সভাস্থলে শকুন্তলা করিয়া দর্শন।
মনদুঃখে উভরায় করেন ক্রন্দন॥
মন্ত্রী সহ যুক্তি করি ভূপতি তখন।
শকুন্তলায় রাখিবারে যাজক ভবন॥
পুরোহিত সঙ্গে যান কণ্ব ঋষিবালা।
দুঃখেতে ভূতলে পড়ে হইয়া বিহ্বলা॥
নানামত বিলাপিয়ে কত যে কহিলা।
শুনিলে শতেক খণ্ড হয়ে যায় শীলা॥
দুহিতার দুঃখ হেরি মেনকা অপ্সরা।
ভূতলে অমনি আসি নামিলেন ত্বরা॥
তনয়ারে কোলে করি অমনি তখন।
অন্তরীক্ষে গেল চলি বিজুলী যেমন॥

রাজ পুরোহিত ইহা করিয়া দর্শন।
হত জ্ঞান হয়ে রহে-নাহিসরে বচন॥
কাঁপিতেহ আসি রাজার সভায়।
বিস্তারিয়া বিবরণ বলে সমুদায়॥
শ্রবণে ভূপতি আর সভাসদগণ।
নানামত তর্ক করে জানিতে কারণ॥
রাজা বলে দেবমায়া নাহিক সন্দেহ।
ছলনা করিল মোরে কেবা কোন গ্রহ॥
সামান্যা মানবী নাহি হবে সে রমণী।
অপ্সরী কিন্নরী কিবা কোন মায়াবিনী॥
কেমনে কি হলো এ যে না পাই ভাবিয়া।
মন্ত্রীবরে কন ভূপ ত্বরিত ডাকিয়া॥
সভা ভঙ্গ কর অদ্য বিলম্ব কি আর।
সভা ভঙ্গে যে যাহার চলিলা আগার॥
বিরল আবাসে ভূপ বসিয়া তখন।
কত শত মনে মনে করেন চিন্তন॥
দ্বিজ নন্দলাল বলে শুনহে ভূপতি।
কর্ম্মের অধীন জীব বেদের ভারতি॥

[সকলের প্রস্থান।

(জেলেনীর ও প্রতিবাসীর প্রবেশ।)

জেলেনী। (উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া) তাইতো! এতখানি বেলা হল, সকল লোকের খাওয়া দাওয়া চুকে গেল, আমাদের

উনুনে আর হাঁড়ি চড়্‌লো না। পোড়ারমুখো ভোরে উঠে যে কোথায় গেল, এখনো দেখা নাই, আমি কোণের বৌ আকুল হয়ে কোথা বা খুজে বেড়াই, যে পাড়ার লোক দেখ্‌লে যেন গিলতে আসে, মুখপোড়াদের যেন আমি কি সর্ব্বনাশই করেছি ; তাই তো, কোথায় বা যাই ? পোড়ারমুখোর হাতে প্রাণ গেল। একবার যাই দেখি, প্রতিবাসীদের জিজ্ঞাসা করে আসি, ও ঠাকুর-পো ! ঘরে আছ কি ?

প্রতি। কে ও, বড় বৌ নাকি ! তবে কি মনে করে, কিছু দরকার টরকার আছে নাকি ?

জেলেনী।—

রাগিণী কালাংড়া। তাল খ্যাম্‌টা।

তোমরা কেউ দেখেছ বল।
কোথায় মাছ ধোত্তে আমার কর্ত্তাটি গেল ॥
বৌ হয়ে জিজ্ঞাসি কাকে, ভরা যৌবন বুকে, বোল্লে পরে পাড়ার লোকে, ঘটাবে বিষম জঞ্জাল ॥
হতভাগার ভাগ্যে পড়ে, ত্রিসন্ধ্যা মরি পুড়ে, বৌ হয়ে কে এমন করে, দুঃখে ফাটে বক্ষস্থল ॥

প্রতি। বড় বৌ ! তুমি দাদার জন্যে যে পাগল হয়ে পাড়ায় পাড়ায় খুজে বেড়াচ্চ! দেখ মাচধরা ঝকমারি কায, হয় তো এক টোপেই যয় তো মাথা খুড়লেও নয়। তা তোমার কি তার জন্যে এই দুপুরবেলা, রাস্তা যেন আগুন হয়েছে, এতেও কি ঘরের বার হতে আছে ?

জেলেনী। দেখ ঠাকুরপো। যা বল্‌ছ তা সত্য, কিন্তু আমি একলা ঘরে থাক্‌তে পারিনে, পুরুষমানুষ না দেখ্‌লে আমার প্রাণ যেন ছটফট করে, বোল্‌চি তবু এখন তোমাকে দেখেও অনেক সুস্থ হয়েছি, কে জানে ভাই কেমন করে হয়েছে, কিন্তু বুঝ্‌তে পারি না।

প্রতি। বড় বৌ। বুঝেছি, বার টানা মায়া দোষ আছে, তা ছোকড় ওটা বয়েস দোষে হয়ে থাকে, আর বিশেষ স্ত্রীলোকেরা ঐ রকমই হয়, এক তরকারি কি রোজ রোজ ভাল লাগে? পাঁচ রকম করে খেতে হয়, (উভয়ের হাস্য) সে যা হোক, বড় বৌ! আজ যেন দাদাকে শচীতীর্থের ঘাটের দিকে যেতে দেখেছিনু, তা একবার না হয় সেই দিকেই গিয়ে দেখ।

জেলেনী। না ভাই! ও ঘাটের দিকে যে বন, বাগ টাগ আছে, যেতে ভয় হয়।

প্রতি। ভয় কিসের? আমিও না হয় তোমার সঙ্গে যাব চল, দুজনে খুজে আসিগে।

জেলেনী। তোমাকেই বিশ্বাস কি ভাই? আলোচাল দেখ্‌লেই ভেড়ার মুখ চুল্‌কে ওটে, তা তোমাদের জাতকে কি বিশ্বাস আছে?

প্রতি। বড় বৌ! এ তোমার তেমন ঠাকুরপো নয়, ঠিক যেন লক্ষ্মণের মত, কেন তুমি আমার সঙ্গে কখন কিছু ব্যবহার করনি?

জেলেনী। হাঁ লক্ষ্মণের মতন হলেইতো বিলক্ষণ হয়েছে।

"হা লক্ষ্মণ!" এই শব্দ, সেই মায়াবী মারীচের মুখে বৈদেহী শ্রবণ করে, দেবর লক্ষ্মণকে বল্লেম, দেবর! বুঝি আর্য্যপুত্রের কোন অমঙ্গল ঘটেছে, অতএব তুমি শীঘ্র যাও, লক্ষ্মণ বল্লেন, বড় বৌ! তোমাকে ছেড়ে আমি কেমন করে যাই, এখনি তোমাকে কেহ হরণ করে লয়ে যাবে, তা সে লক্ষ্মণ কেন যায় না বুঝেছ? তুমিও আমার সেই রকম ঠাকুরপো তো, বুঝেছি, আর বলতে হবে না।

প্রতি। বৌ! তুমি এমন ধারা কদ্দিন হলে? আগেতো এমন ছিলে না, আগেতো দুজনে কত যেম খেলা দেলা করেছি, এখন কি ধর্ম্মে মন দিয়েচ? বড় বৌ! গোড়া কেটে আগায় জল ঢাল্‌লে আর কি হবে বল? (শ্লোক,) (অঙ্গার শত ধৌতেন মলীনত্ব ন যায়তে)।

(জেলের প্রবেশ)

জেলে। (রাগভরে) বলি পথের মাঝখানে একলাটি দাঁড়য়ে কি উকি ঝুকি মাচ্ছ?

জেলেনী। (স্বগত) ঐ যে মুখপোড়া আস্‌চে, পোড়ারমুখোকে দেখ্‌লে আমার শীষ পর্য্যন্ত জ্বলে উঠে; (প্রকাশে) তোমার জন্যেই এই দুপুর রোদে ঘরের বার হওয়া, নৈলে আর আমার দায় কি বল? বলি সেই যে সকাল বেলা চুলোয় গেছ্‌লে, এতখানি বেলা হল কেমন করে নিশ্চিন্দি থাকি?।

জেলে। আমার জন্যে মা আর কার জন্যে?

জেলেনী। তুমি থাক্‌তে কি আর হবে? তুমি আগে ঠিকানায় যাও, তার পর যা হয়ে থাকে তাই হবে।

জেলে। কেন থাকুতে থাকুতে হলেই ভাল হয়না? দেখে শুনেও যদি মোত্তে পারি, তা হলেও ভাল, মলে তো আর শুন্‌তে আস্‌ব না।

জেলেনী। সেটা পুরুষের পক্ষে, স্ত্রীলোকে পারে না, পুরুষে যেমন ডুবে জল খেতে পারে, তেমন স্ত্রীলোকে পারে না!

জেলে। সে যা হোক্, তুমি রাগ করেছিলে, এই দেখ দেকিন শচীতীর্থের ঘাট থেকে একটা কত বড় মাচ ধরে এনেছি!

রাগিণী কালাংড়া। তাল কাওয়ালী।

হায় হায় প্রেয়সী ওলো দেখ দেখি চেয়ে।
কত বড় মাচ ধরেছি শচীতীর্থের ঘাটে গিয়ে॥
খাবার মাচ রেখে ঘরে, বেচ্‌গে যা হাট বাজারে,
ধার যেন দিস্‌নে কারে, চলে না কেউ ধর্ম্ম ভয়ে॥
আমি লো শুঁড়ীর বাড়ী, যাই তবে তাড়াতাড়ি, গা
গতোর বেদনা ভারি, জাল খেঁচে আর মাচটা বোয়ে॥

জেলেনী। তবে দাও দেকিন, মাচটা কুনিয়ে ফেলি।

জেলে। এই ধর খুব সাবধানে কেটো, যেন মাচ কুট্‌তে কুট্‌তে আর কিছু কেটে ফেলোনা।

জেলেনী। মিন্‌সের ঢং দেখে আর বাঁচিনে, এসোনা তোমার!

জেলে। ছুটি পাঁস নাও, তা না হলে পারবে না।

জেলেনী। মুখপোড়া এখান থেকে সরে যা তো, (মৎস্য কুটিতে কুটিতে) বা! এ আবার কি! দেখ মাচটার পেটের ভিতরে এটা কি বল্ দেখি? ঠিক্ আংটিটা নয়?

জেলে। আংটিই তো বটে! কি আশ্চর্য্য! বা! বা! এত দিনের পর মাকাল ঠাকুর সদয় হয়ে কিছু দিলেন আর কি, দেখ্ দেখ্ এটার গায়ে কি আবার চক্‌চক্ কচ্ছে।

জেলেনী। সত্যিইতো! ও আবার কি! আহা! এমন পরিস্কার আংটা তো কখন দেখিনে! দাওনা একবার হাতে পরি।

জেলে। যখন পেয়েছি, তুই বৈ আর কে পর্‌বে?

জেলেনী। দেখ নাথ! এটা বড় সামান্য আংটি নয়, আমি বলি কি, আংটিটা নিয়ে বাজারে একবার যাচাই করে এস।

জেলে। আচ্ছা দাও, যদি অনেক টাকার জিনিস হয়, তা হলে বেচে আস্‌ব, নৈলে ফিরিয়ে আন্‌ব, তুমিই আমার হাতে দিবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ধীবরকে বন্ধন করিয়া জমাদার ও চৌকীদারের প্রবেশ)।

জমা। ও জেলীয়া! তোম্‌কো এ চিজ কেস্‌তরসে মিলা? তোম্‌তো চোর হ্যায়, এ হো চৌকীদার!

চৌকী। ক্যায়া হুকুম জমাদার সাহেব?

জমা। দেখো চৌকীদার, এ জেলীয়া ড্যাকু হ্যায়, এই আংটী রাজমহলসে চুরি কিয়া, এস্‌কো পাকড়ো।

জেলে। বাবা জমাদার সাহেব! আমি এ আংটী চুরি করি নাই, বিনা দোষে কেন আমাকে বাঁধ, আগে বিচার কর তার পর যা হয় তাই করো।

জমা। তোম্‌ যদি চুরি নেহি কিয়া, তব আংটী কেস্‌তরসে মিলা বাত বোলো?

জেলে। ধর্ম্মঅবতার! আজকে একটা বড় মাচ ধরেছিনু, সেই মাচের পেটের ভিতর এই আংটীটা ছিল, দোহাই খোদাবন্দ আর আমি কিছুই জানি না।

জমা। দেখো চৌকীদার! তোম্‌ এস্‌কো হেপাজাত কর্‌কে রাখ, হাম রাজদরবার যাকে ভুপকো দেখ্‌লায়ে য্যাসা হুকুম মেলেগা ত্যাসা করেঙ্গা।

চৌকী। যো হুকুম জমাদার সাহেব।

[জমাদারের প্রস্থান।

(জমাদারের পুনঃ প্রবেশ)।

জমা। এহো চৌকীদার! দেখো, ও জেলীয়াকো ছোড় দেও; হাম বড় তাজব হুয়া, আওর এ হারঠো

ওস্‌কো বক্‌সিস হুয়া। কায়্যা ভাই! রাজদরবারমে চুরি হুয়া, হামু চোর পাকড়া, সাজা নেহি হুয়া আওর বক্‌সিস হুয়া, ক্যায়া ভাই কুচ মালুম হোতা নেই।

[সকলের প্রস্থান।

(রাজা, মন্ত্রী ও সভাসদগণ আসীন)।

মন্ত্রী। মহারাজ! অকস্মাৎ আপনার আজ কি দুর্দ্দৈব উপস্থিত হল! আপনি এ প্রকার শোকাকুল হলেন কেন? নয়ন যুগল অজস্র বারিধারায় ভাস্‌তে লাগলো, আমরা তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

রাজা। (অশ্রুপূর্ণ নয়নে) মন্ত্রী! আর সে দুঃখের কথা তোমায় কি বল্‌ব, অদ্য এই অঙ্গুরী প্রাপ্ত হইয়া প্রাণাধিকা শকুন্তলাকে মনে হলো; দেখ, প্রাণদয়িতাকে বিনা দোষে কত অবক্তব্য দুর্ব্বাক্য বলিয়াছি কতই তিরস্কার করিয়াছি, পরিশেষে বর্জ্জন করিয়াছি, সেই সকল স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে।

রাগিণী ভৈরবী। তাল তেতালা।

কি করি উপায় মন্ত্রী মরি তার বিরহাগুণে।
হৃদয় বিদীর্ণ হলো অস্থির হতেছি প্রাণে॥
বিনা দোষে নানামত, বলেছি দুর্ব্বাক্য কত, মনে
হলে অবিরত, প্রাণ কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে॥

আর কি পুনঃ তারে পাব, কি করিব কোথা যাব,
নন্দ বলে শুন ভূপ, পাবে পরে কিছু দিনে ।।

মন্ত্রী। মহারাজ! তবে আপনি যথার্থই কণ্বসুতা শকুন্তলাকে বিবাহ করেছিলেন।

রাজা। হাঁ মন্ত্রী আমি যথার্থই তপোবনে গিয়ে গন্ধর্ব্ব বিধানে শকুন্তলাকে বিবাহ করেছিনু, আমার কেমন দুর্ম্মতি উপস্থিত হয়েছিল তা কিছুই বল্‌তে পারিনে, হায়! আমি কি নরাধম! পাষাণ হৃদয়! অধর্ম্মাচারী! প্রিয়াকে কতই দুর্ব্বাক্য বলেছি, কতই তিরস্কার করেছি, হায়! আমার তুল্য নৃশংস কে আছে? (অশ্রুপাত)।

মন্ত্রী। মহারাজ! এক্ষণে আর অকারণ ভাব্‌লে কি হবে বলুন? ও সকল দৈবাধীন, দৈব কর্ত্তৃক ঘটেছিল, সে যা হোক্, আপাতত ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক চিত্ত বিকার দূর করিয়া দিন্, একটা সামান্যা মানবীর জন্য আমাকে কেন কষ্ট দেন?

রাজা। মন্ত্রী! সে আমার সামান্য প্রিয়তমা নয়, মানবীও নয়, আমি জন্মান্তরেও সে বিধুমুখীর মুখচন্দ্র বিস্মৃত হতে পার্‌ব না, ভূত জন্মের বিপুল সুকৃতির ফলে তেমন অমূল্য রত্ন লাভ করেছিনু, কিন্তু বিধি সে বিষয়ে আমাকে বঞ্চিত কল্লেন।

রাগিণী বিভাষ। তাল কাওয়ালী।

সে বিনে যত দুঃখ জানাইব কারে বল।
জীবন হইলে ছাড়া মীনেতে যেমন চঞ্চল ॥
ফণী যেমন মণি বিনে, থাকে সদা ক্ষুণ্নমনে, আমি
তেম্‌নি সেই নবীনে, চন্দ্রাননে,বিনে জীবন বিফল ॥
কি জানি কি দৈবযোগে, মন হল সে রত্ন ত্যাগে,
আজ তার অনুরাগে, ধ্বান্ত হেরি জল স্থল ॥

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি যদি অঙ্গনাকে যথার্থই উদ্বাহ করে-ছিলেন, তবে তাঁকে ত্যাগ কল্লেন কি জন্যে? আবার তাঁর জন্যে এত অনুতাপ কচ্ছেন কেন?।

রাজা। অমাত্য! আমি সেই তপোবন হইতে রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলে, কি দুর্দ্দৈব কর্ত্তৃক বল্‌তে পারিনে; আমার আর কিছুমাত্র স্মরণ ছিল না।

মন্ত্রী। মহারাজ! বুঝি কোন দৈব কর্ত্তৃক ঘটনা ঘটে থাক্‌বে, তা না হলে এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া চিত বিকার দূর করিয়া দিন, দেখুন দৈবের অসাধ্য কি আছে? শকুন্তলার সহিত আপনার পুনর্মিলনেরও আশ্চর্য্য নাই, এক্ষণে দৈব চিন্তা করিয়া যাহাতে কার্য্য সাধন হয়, তার চেষ্টা করুন, নৈলে আর উপায় কি আছে?

রাজা। (বদনে বসন দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) মন্ত্রী! আমি কি আর সেই চন্দ্রাননীর মুখচন্দ্র দেখ্‌তে পাব? যখন

করে প্রাপ্ত হয়ে অকূল অর্ণবে বিসর্জ্জন দিয়াছি, তখন আমার সে আশালতার মূলোচ্ছেদ হয়েছে।

মন্ত্রী।—

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

ভেব না তুমি রাজন, হবে বিধি সুপ্রসন্ন।
তব মান্য চরাচরে তুমি নহ সামান্য ॥
তব পুণ্য খ্যাত মহী, আ-সমুদ্র করগ্রাহী, একাননে
কত কহি, বল্‌তে বাণীর বাণী শূন্য ॥
দৈব হলো অনুকূল, আশু পুনঃ পাবেন কূল, কেন
অকূলে ভাসাও দুকূল, হয়ে মনে অবসন্ন ॥

(মাতুলির প্রবেশ)।

মাতুলি। ধর্ম্মের জয় হোক্।

রাজা। এসো এসো মাতুলি এসো, তবে কি মনে করে, সখা ইন্দ্রের এবং সুরপুরীর সমস্ত কুশলতো?।

মাতুলি। আজ্ঞা বড় কুশল নয়, অধুনা কালনেমী প্রভৃতি কতকগুলি দুর্জ্জয় দানব দেবলোকে আসিয়া নিরন্তর উপদ্রব কচ্ছে, তাহার জন্য স্বর্গবাসী এবং সুরেন্দ্র সদা সশঙ্কিত আছেন, একারণ আপনাকে লয়ে যাবার জন্য দেবরাজ আমাকে পাঠাইয়াছেন, এক্ষণে আপনি অগ্রে যাইয়া সেই দুরন্ত দানবগণকে সংহার করুন।

রাজা। মাতুলি! আমার এত শাসনেতে দানবগণের উপদ্রব নিবৃত্ত হয় না? আচ্ছা চল, আমি শীঘ্র যাচ্ছি।

বজ্রপাণি অনুমতি পাইয়া রাজন।
মাতুলির সহ পরে করেন গমন॥
দুর্জ্জয় দানবদলে হইয়া প্রবেশ।
সংগ্রাম করেন সহ্য করি মহা ক্লেশ॥
আছিল অসংখ্য শিক্ষা করিয়া সন্ধান।
একে একে বধিলেন সব দৈত্য প্রাণ॥
দৈত্য সংহারিয়া চলে সানন্দিত মতি।
ইন্দ্রালয়ে গমন করেন শীঘ্রগতি॥
প্রণমেন শচীপতি সুরগণ পদে।
আশীষ করেন নৃপে থাক নিরাপদে॥
পুনরায় রথে চড়ি আসেন স্বদেশ।
দেখেন স্বভাব শোভা বর্ণিতে অশেষ॥

(মাতুলি সহ ভূপতির হেমকূট পর্ব্বতে উপনীত)।

রাজা। মাতুলি! দেখ ঐ যে হেমময় প্রকাণ্ড একটা পর্ব্বত দেখা যাচ্ছে, ঐ পর্ব্বতের নাম কি জান?

মাতুলি। মহারাজ! ও বড় সামান্য পর্ব্বত নয়, ও পর্ব্বতের নাম হেমকুট, কিন্নর, অপ্সর প্রভৃতি ঐ স্থানে বাস করে, আর মহামুনি কশ্যপ ঐ পর্ব্বতে সমাধি প্রভৃতি করে থাকেন, ও একটা প্রধান তপস্যার আস্পদ।

রাজা। মাতুলি! মহর্ষি কশ্যপ ঐ পর্ব্বতে সমাধি করে থাকেন? তবে আমি অদ্য মহামুনিকে দর্শন করিয়া নয়নযুগল সফল ও আত্মাকে চরিতার্থ করব।

রাগিণী ভৈরবী। তাল পোস্তা।

তবে এইখানে সারথি একবার রাখ হে রথ।
কশ্যপে প্রণমি একবার পূর্ণ করি মনোরথ ॥
গিরি নয় যে মহা তীর্থ, হেরিয়ে ব্যাকুল চিত্ত,
দেখাও হে আজ পরমার্থ, পতিতে পবিত্র পথ ॥

মাতুলি। মহারাজ! মহর্ষি কশ্যপকে আপনার যদি দেখিবার একান্ত মানস হয়ে থাকে, তবে আপনি এই স্থানে ক্ষণেক অবস্থিত করুন, আমি অগ্রে যাইয়া আপনার আগমন বার্ত্তা জানাই, পরে আপনাকে লয়ে যাব।

রাজা। আচ্ছা, তুমি অগ্রে যাইয়া সংবাদ জানাও।

মাতুলি। হাঁ মহারাজ, আমি তবে চল্লাম।

[প্রস্থান।

(তাপসী ও বালকের প্রবেশ)।

তাপসী। বাছা নিবৃত্ত হও, নিবৃত্ত হও, কেন উহাকে উৎপীড়ন কর?

রাজা। (স্বগত) এ আবার কি! শুনেছি এ অতি পবিত্র স্থান, এখানে হিংসা, দ্বেষ?—এই যে এদিকে।

তাপসী। বাছা দুরন্ত হৈও না, সিংহশিশুকে ছেড়ে দাও, ও নির্দ্দোষী, কেন উহাকে যন্ত্রণা দেও, ছেড়ে দেও।

বালক। না, আমি ছেড়ে দিব না।

রাজা। (স্বগত) আহা! তপোধন কি পবিত্রাস্পদ! যথায় হিংসা, দ্বেষ, মদ, মাৎসর্য্যাদি কিছুমাত্র নাই, সকলি

মহর্ষির তপস্যার প্রভাব! সিংহশিশুর প্রতি মানব-শিশু উৎপীড়ন কচ্ছে, তা সিংহশাবক অবলীলা-ক্রমে সহ্য কচ্ছে, যা হোক্, এমন সুন্দর শিশুতো কখন দেখিনে, কি চমৎকার রূপ! কথাগুলি যেন মধু অপেক্ষাও মিষ্ট, মুখচন্দ্র দেখ্‌লে শরতকালীন চন্দ্রকে মলিন বোধ হয়, এই শিশুটীকে দেখে আমার মন এত চঞ্চল হল কেন? ইচ্ছা হয় একবার ক্রোড়ে করে অন্তরের তাপ অন্তর করি, পুত্র বিহীন হলেই কি পরের পুত্র দেখ্‌লেই স্নেহ হয়? (দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রুপাত)।

রাগিণী বাহার। তাল আড়া।

কোলে আয়রে যাদুমণি, শুনিরে সুমধুর বাণী।
হৃদয়ে রাখিয়ে তোরে, যুড়াইরে তাপিত প্রাণী॥
হেরে তোর সুন্দরাকৃতি, মন আমার চঞ্চল অতি,
বল্‌রে মোরে সম্প্রতি, কে তোর জনক জননী॥

তাপসী। তাইতো কি করি কাকেই বা ছাড়িয়ে দিতে বলি, এই যে এ দিকে একজন কে দাঁড়িয়ে রয়েছেন! একেই একবার বলে দেখি, (রাজার প্রতি) মহাভাগ! যদ্যপি আপনি অনুকম্পা প্রকাশ করে এই শিশু-টির পাণিপল্লব হইতে সিংহশিশুটিকে মোচন করে দেন, তা হলে চিরবাধিত হই।

রাজা। আচ্ছা তা দিচ্চি, বাছা সিংহশিশুকে ছেড়ে দাও, ছি, দুরন্ত হৈওনা! (স্বগত) দেখেছি, এ শিশুটির অবয়বে রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণাবলী আছে, ঋষিকুলে এ প্রকার কুমার হওয়া অতি অসম্ভব, তাই তো! এ কেমন হলো!

তাপসী। মহাশয়! ও সন্তানটি ঋষিপুত্র নয়।

রাজা। হুঁ, আমিতো তাই বলি, তবে এ শিশুটি কোন বংশাবতংস?

তাপসী। মহাশয়! এটী পুরুবংশীয়।

রাজা। কি বল্লে! এ শিশুটী পুরুবংশীয়! ভাল এর পিতার নাম কি, বল্‌তে পারেন?

তাপসী। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মহাশয়! সে অতি নিষ্ঠুর, তার নাম কর্‌লে শরীরে পাপ স্পর্শে, সে বিনা দোষে আপনার ধর্ম্মপত্নীকে বর্জ্জন করেছে, সে পাষণ্ড পাষাণ সদৃশ।

রাগিণী কালাংড়া। তাল কাওয়ালী।

কথা কেন জিজ্ঞাস আমারে।
ওহে না হেরি পাপীষ্ঠ তার সমান সংসারে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম যার একৈ অন্তরে, নারী বধ করিতে ভয় যে জন না করে ॥
তাই বলি মহাশয়, সে যে অতি দুরাশয়, বিনা অপরাধে সতী পত্নী পরিহারে ॥

রাজা। আচ্ছা তাই যেন না বল্লেন, এর জননীর নাম কি বল্‌তে পারেন?

তাপসী। ইহার জননীর নাম শকুন্তলা।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

তোমায় কব কি হে গুণমণি।

জনম দুঃখিনী, চির বিরহিণী, কহিতে তার দুঃখ বিদরে প্রাণী॥

নারীর যত সুখ সবে বঞ্চিত হয়ে, বেঁচে আছে কেবল পুত্রমুখ চেয়ে, সবে ধন ঐ শিশু কোলে লয়ে, বন মধ্যে বাস করে সেই ধনী॥

পতি হতে সতীর এতেক দুর্গতি, না দেখি না শুনি কভু হেন রীতি, বিনা দোষে যেমন রাম রঘুপতি, বনে পাঠাইলেন জনকনন্দিনী॥

রাজা। (স্বগত) হৃদয়! কিঞ্চিৎ স্থির হও, (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ) কি বল্লে! ইহার জননীর নাম শকুন্তলা! ভাল, তিনি এখানে কোথায় কি প্রকারে আছেন?

তাপসী। মহাশয়! সে দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? তাঁর দুরাবস্থার কথা কর্ণ-বিবরে স্থান দিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বর্ষাকালের নীরদের ন্যায় নেত্র হইতে নিরন্তর নীর নির্গত হয়।

রাগিণী খটভৈরবী। তাল জলদ একতালা।

তোমায় কি কব হে সে ভারতি।

তাঁর দুঃখানল, যেরূপ প্রবল, বলিলে সকল, দুঃখ পাবে অতি ।।

মেনকা-নন্দিনী, সে বিধুবদনী, পালিল তাহায় কণ্ব মহামুনি। বরিল সে দুষ্মন্ত নৃপমণি, বিনা দোষে ত্যজে দিলেক দুর্গতি ।।

পতিব্রতা সতী শুদ্ধাচারিণী, পতিতপাবনে ভজেন দিন রজনী, সবে মাত্র তার ঐ পুত্র জানি, ভরত এর আখ্যা দেছে গুণবতী ।।

(শকুন্তলার প্রবেশ)।

শকু। (ইত-তঃ অবলোকন করিয়া) তাইতো বাছা আমার কোথায় গেল! এতখানি বেলা হলো, বাছা আমার কিছুমাত্র খায় নাই, এই বিরল কাননে কোথা কার সঙ্গে খেলা কচ্ছে।

রাগিণী সিন্ধু। তাল আড়খ্যাম্‌টা।

কোথা রে বাপ যাদুমণি কোথা গেছ খেলিবারে।

কপাল মন্দ বোলে সন্ধ, হয় রে সদা অন্তরে ।।

তরুণ অরুণকালে, খেলিবারে কোথা গেলে, আয়রে যাদু করি কোলে, যুড়াই তাপিত প্রাণ চাঁদবদন হেরে ।।

সবে ধন তুই রতনমণি, ফণীর যেমন মাথার মণি,
তুই রে হোস্ তেমনি, অন্ধের যেমন যষ্টি করে ॥

রাজা। (শকুন্তলাকে দেখিয়া) হৃদয়! আর সন্দেহ কচ্ছ কেন? তুমি যার জন্য এই সংসার অরণ্যময় দেখেছিলে, বিধি সানুকূল হয়ে তোমাকে অদ্য সেই হারা নিধি দিয়াছেন, (শকুন্তলার প্রতি) দেখ প্রাণদয়িতে! তোমায় বিনা অপরাধে বর্জ্জন করিয়া কিছু দিনান্তরে সেই অঙ্গুরী আমি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই অঙ্গুরী প্রাপ্ত হওয়াতে তোমার সমস্ত বিষয় আমার স্মরণপথারূঢ় হয়, সেইপর্য্যন্ত আমি যেপ্রকার কষ্টে কালযাপন কচ্ছি, তাহা একমুখে ব্যক্ত করা যায় না, (অশ্রুত্যাগ ও বদনে বসন দিয়া সরোদনে) এই সেই অঙ্গুরী, লইয়া অঙ্গুলী ভূষণ কর।

রাগিণী বাহার। তাল আড়া।

যে দিন প্রাণ প্রেয়সী তোমায় হইল স্মরণ।
সেই হতে অন্তরে আমার জ্বলে বিচ্ছেদ হুতাশন ॥
ছিল না বিশ্বাস হেন, তোমারে পাইব পুনঃ, ভাগ্যে
হলো সে ঘটন, আমার অপরাধ কর মার্জ্জন ॥

শকু। মহারাজ! অমন কথা আর আমাকে বল্‌বেন না, ঐ অঙ্গুরীই আমার সর্ব্বনাশের মূল।

রাজা। প্রিয়ে! সে সব আর কিছু মনে করোনা, এক্ষণে চল আমরা রাজ্যে গমন করি।

রাগিণী কালাংড়া। তাল কাওয়ালী।

তবে আজ রাজধানী যাই চল চন্দ্রাননে।
ওহে মনসুখে অবিলম্বে পুত্র লয়ে শুভক্ষণে ॥
অন্তরের ধন আমার প্রাণের প্রেয়সী, অন্তঃপুরে রবে হবে প্রধানা মহিষী, মনোদুঃখ পরিহরি, সুখ-ভোগ কর সুন্দরী, এসো হে সুযাত্রা করি, রথ আরোহণে ॥

পয়ার।

শকুন্তলা প্রাপ্ত হয়ে দুষ্মন্ত নৃপতি।
প্রিয়া সনে সদালাপে অতি হৃষ্টমতি ॥
অস্ত হলো মনোদুঃখ সানন্দ উদয়।
সম্প্রতি দম্পতী মনে কত ভাবোদয় ॥
সস্ত্রীকে মনের সুখে লইয়া কুমারে।
আনন্দে আসেন ভূপ আপন আগারে ॥
রাজ্যবাসী প্রজাচয় সবে উল্লাসিত।
সকলের মনোদুঃখ হলো তিরোহিত ॥
প্রিয়া সনে সিংহাসনে বসি অনুক্ষণ।
শিষ্টের পালন করে দুষ্টের দমন ॥
প্রজাচয় সুখে রয় রামরাজ্য প্রায়।
অকালে কালের গ্রাসে কেহ নাহি যায় ॥
নব নব অনুরাগে প্রিয়ার সহিত।
বিহার করেন সুখে হইয়া মোহিত ॥

এইরূপ কিছুকাল করিয়া হরণ।
উপায় করেন পরকালের কারণ ॥
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভরতে
দাঁড়ালেন ভূপ তবে বাণপ্রস্থ-পথে ॥
দ্বিজ নন্দলাল রায়, তড়ায় নিবাস।
শিব দুর্গা পদ করে সদা অভিলাষ ॥

সম্পূর্ণ